গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৪৫.২৪-**৩১১**

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ / ১২ মে ২০২৪

বিষয়: উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারিকৃত নির্বাহী আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্বাহী আদেশ এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্বাহী আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:

(১) নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ০৮ ফর্দ
(২) নির্বাহী আদেশ ০১ ফর্দ

১২.০৫.২০২৪

(ড. মাসুরা বেগম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৮২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান (সকল), জেলা পরিষদ, ... জেলা।
২। মেয়র (সকল).................পৌরসভা,........................উপজেলা, ... জেলা।
৩। চেয়ারম্যান (সকল), ...উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
৪। চেয়ারম্যান (সকল),................ইউনিয়ন পরিষদ,.........................উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)...........বিভাগ।
২। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
৩। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),............... জেলা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...উপজেলা, ... জেলা।
৬। যুগ্মসচিব প্রশাসন অনুবিভাগ এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৭। যুগ্মসচিব (উপজেলা অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৮। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ২১, ২০১৬

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং-৩৭৭ আইন/২০১৬।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (৩), ধারা ২০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(১) "আইন" অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(২) "উপজেলা পরিষদ" অর্থ আইনের অধীন গঠিত কোন উপজেলা পরিষদ;

(৩) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৪) ''দেওয়াল'' অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্পকারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(৫) "নির্বাচন" অর্থ কোন উপজেলার চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৬) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ উপজেলার নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্ধারিত এলাকা;

(৭) ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(৮) ''পোস্টার'' অর্থ কাগজ, কাপড়, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) ''পোস্টার লাগানো'' অর্থ প্রচার বা ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্যে, দেওয়াল বা যানবাহনে, আঠা বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা পোস্টার সাঁটিয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া বা স্থাপন করা;

(১০) ''প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান অথবা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(১১) "প্রার্থী" অর্থ কোন উপজেলার-

(ক) চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী; এবং

(খ) মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি;

(১২) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহণ;

(১৩) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xixa) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party ;

(১৪) "সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ;

(১৫) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ; এবং

(১৬) "স্বতন্ত্র প্রার্থী" অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ণ) তে সংজ্ঞায়িত স্বতন্ত্র প্রার্থী।

৩। **নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সমানাধিকার।**—আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।

৪। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৫। **প্রচারণার সময়** ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

৬। **সার্কিট হাউজ, ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ** ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে—

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) তাহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৭। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে—

(ক) পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না;

(খ) পথসভা ও ঘরোয়া সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করিতে পারিবেন না বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন পথসভা বা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ।

৮। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।—(১) পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাইবে না।

(৩) সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৪) নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(৫) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কাহারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে কিংবা ব্যবহার করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাইতে পারিবেন।

(৬) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখ বিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না।

(৮) কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকেন্দ্র ব্যতীত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেন।

৯। **ভোটার স্লিপ ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার স্লিপ ১২ (বার) সেন্টিমিটার x ৮(আট) সেন্টিমিটার এর অধিক আয়তনের হইতে পারিবে না এবং উহাতে প্রার্থীর নাম ও ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করিতে পারিবেন না,

তবে ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

১০। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।

১১। **মিছিল বা শোডাউন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ** ।—(১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না।

১২। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা নিষেধ** ।—(১) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী ২০,০০০ (বিশ হাজার) ভোটারের হারে ১(এক)টির অধিক এবং সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩। **প্রচারকার্যে যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ** ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

১৪। নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে—

(ক) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(খ) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন চালানো যাইবে না।

১৫। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করিয়া নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

১৬। গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবে না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবে না; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে না।

১৭। প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তাহার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্নসম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবে না; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, বক্‌শিশ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবে না।

১৮। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে না।

১৯। **বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করিতে পারিবেন না।

২০। **ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

২১। **মাইক্রোফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ইউনিয়নে অথবা পৌরসভায় পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাইবে না।

২২। **সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনি প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণায় বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল তাহার ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে যাইতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি যানবাহন, অন্য কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

২৩। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

২৪। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

২৫। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উম্মোচন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উপজেলার চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট উপজেলা এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতিপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৬। **উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের কতিপয় ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**—বিধি ২২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় কোন পদে প্রার্থী হইলে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় হইতে ভোট গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি কার্যক্রমে উপজেলা পরিষদের অফিস ও যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) উপজেলা পরিষদ বা উহার আওতাধীন কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার কোন কার্যক্রমে বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা এনজিও এর কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৭। **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাইবে না।

২৮। **নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

২৯। **মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।**—(১)কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

৩০। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩১। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।**—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩২। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৩৩। **কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল।**—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান, বা ক্ষেত্রমত, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৩, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

৪২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৪৫.২৪- ২৫৬

তারিখ: ০৩ বৈশাখ / চৈত্র ১৪৩১
১৬ এপ্রিল ২০২৪

নির্বাহী আদেশ

আগামী ০৮ মে ২০২৪ তারিখে ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদের ১ম পর্যায়ে ১৫২টি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে কয়েকটি পর্যায়ে অবশিষ্ট উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার জাতির কাছে সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ। অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও ভয়ভীতিহীন পরিবেশে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সরকারি অফিস ও সংস্থাসমূহ সকল প্রকার সহযোগিতা করতে আইনতঃ বাধ্য। এ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতেও প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

২। নির্বাচনের সময় দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত। নির্বাচনের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব মূলতঃ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত থাকলেও এ ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ এবং নেতৃবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার এ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদসমূহের দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আসন্ন ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদের নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

(১) স্ব স্ব এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(২) নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সময়ে সময়ে যে সব আদেশ/নির্দেশ জারি করেছে কিংবা করিবে তা প্রতিপালন;

(৩) নির্বাচনী মিছিল, সভা ও প্রচারণা যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা;

(৪) কোন নির্বাচনী অফিস বা প্রতীক বা পোস্টার নষ্ট করার যে কোন প্রচেষ্টা রোধে সামাজিক প্রতিরোধ গঠনে সহায়তা করা;

(৫) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদসমূহে এমন কোন উন্নয়ন স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে না যা ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোন প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তিতে বা প্রচারণার পক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে;

(৬) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদসমূহ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান বা অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না যা কোন প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তি বা প্রচারণার কাজে প্রভাব বিস্তার করবে;

(৭) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোন অফিস, যানবাহন এবং অন্যান্য সম্পত্তি কোন প্রার্থীর নির্বাচনের কাজে কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। মাশুল পরিশোধ করেও ব্যক্তিগত কাজে কোন যানবাহন ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া যাবে না;

৪০

(৮) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন প্রার্থীর নির্বাচনি কাজে বা প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না;

(৯) ভোটকেন্দ্র নির্মাণসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কাজে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রয়োজন হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তা প্রদান করবে;

(১০) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পদমর্যাদা, সরকারি সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি কোন প্রার্থীর নির্বাচনি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না।

৪। উল্লিখিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এ আদেশে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, শৈথিল্য প্রদর্শন করলে কিংবা অবহেলা করলে উক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ/আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫। এ আদেশ জারির তারিখ হতে নির্বাচনের পরবর্তী ১৫ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১৬।৪।২০২৪

মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব

প্রাপক (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,....................(সকল)
২। মেয়র .... পৌরসভা (ক-শ্রেণি), উপজেলা..............জেলা..............
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ....জেলা..............
৪। মেয়র .... পৌরসভা (খ ও গ-শ্রেণি), উপজেলা..............জেলা..............
৫। চেয়ারম্যান............... ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা............. জেলা............

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৪৫.২৪-২৫৬/১ (৯)

তারিখ: ০৬ বৈশাখ ~~চৈত্র~~ ১৪৩১ / ১৬ এপ্রিল ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৫. বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)
৬. উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, ------------------------------- (সকল)।
৭. জেলা প্রশাসক, -------------------------------- (সকল)
৮. পুলিশ সুপার, ---------------------------------- (সকল)
৯. সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার---------------------- ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

১৬।৪।২০২৪

(মো: মুস্তাফিজুর রহমান)
উপসচিব
ফোন-০২-২২৩৩৮৩৩৪৭